সংবাদ

তারিখ ... 16 MAR 2007 ...

পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ৩ ...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেআইনি নিয়োগ-পদোন্নতি, নেপথ্যে ভিসি

রকিব উদ্দিন পান্নু, খুলনা

গত দুই মাসেও বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতিমালার কোন প্রভাব পড়েনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে। থিসিস জালিয়াতি, নিয়মনীতি ভেঙে পদোন্নতিসহ বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্য দিয়ে সেখানে চলছে তুঘলকি নানা কাণ্ড।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, গত জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের আমল থেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সব নিয়মনীতি ভেঙে চলছে নিয়োগ ও পদোন্নতি। গত জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃতদের মাধ্যমে এ তুঘলকি কাণ্ড ঘটে চললেও বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেই গত জোট সরকারের আমলে

ভিসি প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান

ছাত্রদলের সভাপতি আজিজুল বারী হেলালের মাধ্যমে হাওয়া ভবনের আশির্বাদে নিয়োগ নেয়া বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুর রহমান তার দলীয় শিক্ষকদের সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে যে কী পরিমাণ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছেন তার উদাহরণ হলো পরিবেশ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনের ড. সালেকুজ্জামান ও ফিশারিজ ডিসিপ্লিনের ড. নাজমুল আহসান এবং গণিত ডিসিপ্লিনের মো. রফিকুল ইসলামকে অধ্যাপক বানানো : ড. সালেকুজ্জামান প্রথমবার অধ্যাপক পদে আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে নিয়োগের আবেদন করলে তার যোগ্যতা পূরণ না হওয়ায় সিলেকশন বোর্ড সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং ২৬/১১/২০০৫ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১১৭তম সভার ৩৮নং সিদ্ধান্তে চূড়ান্তভাবে তার আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হয়

ভিসি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৩

ভিসি : নেপথ্যে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ড. সালেকুজ্জামানকে আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়ার উদ্দেশ্যে সব নিয়মনীতির লংঘন করে উপাচার্য অধ্যাপক পদের নির্বাচনী বোর্ডই পরিবর্তন করে দেন একই সিন্ডিকেটের ৭৮নং সিদ্ধান্তে। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ড. সালেকুজ্জামানকে আপগ্রেডেশন দিতে অস্বীকার করায় উপাচার্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. জসীমউদ্দিন এবং ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. খলিলুর রহমানের মতো দুইজন প্রথিতযশা অধ্যাপককে বাদ দেন। তাদের জায়গায় নিজের এক অধ্যাপক বন্ধু এবং ড. সালেকুজ্জামানের ফুফাশ্বশুর অধ্যাপক ড. গোলাম আলী ফকিরকে সদস্য করে মাত্র দুই মাসের মধ্যে ফের অধ্যাপক পদের সিলেকশন বোর্ড বসিয়ে ড. সালেকুজ্জামানকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়ার মাধ্যমে দুর্নীতির সব রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

উপাচার্য তার আরেক দলীয় ব্যক্তি ড. নাজমুল আহসানকে আপগ্রেডেশন দেয়ার ক্ষেত্রেও নজিরবিহীন অনিয়মের আশ্রয় নেন। ড. নাজমুল আহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিকালীন সময়ে মোট ৫ বছর ১১ মাস ২৩ দিন ছুটিতে ছিলেন, তার মধ্যে ১১ মাস ২৩ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি ভোগ করেছেন। আপগ্রেশেন নিয়ম অনুযায়ী ড. নাজমুল আহসানের বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিকালীন অধ্যাপক পদে আবেদনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা গণনার ক্ষেত্রে হিসাবে ধরার কথা না। উপরন্তু ড. নাজমুল সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ০১/০৪/১৯৯৮ ইং তারিখ যোগ দেয়ার পর সরকারি অনুমতি (জিও) গ্রহণ ছাড়াই জাপান চলে যান। একই অপরাধে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য তিন শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হলেও বর্তমান উপাচার্য ড. নাজমুলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করাতো দূরে থাক বরং অবৈধভাবে বিদেশ অবস্থান ও বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির সময়কে অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখিয়ে

উপাচার্য তার আরেক জামায়াতপন্থি দলীয় ব্যক্তি মো. রফিকুল ইসলামকে অধ্যাপক পদে আপগ্রেডেশন দেয়ার ক্ষেত্রেও নজিরবিহীন অনিয়মের (নকল গবেষণা প্রবন্ধ) আশ্রয় নেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে পদোন্নতির বিধি মোতাবেক সহযোগী অধ্যাপক পদ থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য কোন স্বীকৃত জার্নালে কমপক্ষে ৭টি প্রকাশিত/প্রকাশের জন্য গৃহীত গবেষণা প্রবন্ধ অবশ্যই থাকতে হবে যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ৩টি এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ২টি প্রকাশিত/প্রকাশের জন্য গৃহীত প্রবন্ধ থাকতে হবে। মো. রফিকুল ইসলামের অধ্যাপক পদে পদোন্নতির আবেদনের গবেষণা প্রবন্ধের তালিকায় ৮টি গবেষণা প্রবন্ধ (প্রকাশিত/প্রকাশের জন্য গৃহীত) লিপিবদ্ধ আছে যার মধ্যে ৫টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত রয়েছে।

প্রকাশিত ৫টি গবেষণা প্রবন্ধের মধ্যে ৩টি প্রবন্ধ নকল করে প্রকাশ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে, (১). আর্নেস্টেড এমএসডি ফ্লো বিটুইন টু প্যারালাল প্লেন প্লেট, খুলনা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ জার্নাল (২০০২), (২) হল ইফেক্টস অন এমএইচডি ফ্রি কনভেকশন ফ্লো পাস্ট অ্যান্ড ইনফাইনিট ভার্টিক্যাল পোরাস প্লেট হোয়েন প্লেট টেম্পারেচার ওসিলেটস ইন টাইম এবাউট এ কন্সট্যান্ড মিন, খুলনা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ২০০০ ও (৩) হল ইফেক্টস অন অনস্টেডি এমএইচডি ফ্রি কনভেকশন ফ্লো থ্রো এ পোরাস মিডিয়াম ইন এ রোটেটিং প্লেইন্ড উইথ কনস্ট্যান্ট হিট ফ্লাক্স, ২০০২ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স জার্নাল। উল্লিখিত শিরোনামের গবেষণা প্রবন্ধ ৩টি ড. ফওজিয়া রহমানের পিএইচডি থিসিসের হুবহু দ্বিতীয় (অ), পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়।

ড. ফওজিয়া রহমান ১৯৮৬ সালে ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন এবং তিনি গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন ১৯৮৩ সাল থেকে; কিন্তু ওই সময় (ড. ফওজিয়ার গবেষণার সময়) মো. রফিকুল ইসলাম এইচএসসি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। উল্লেখ্য, এইচএসসি ক্লাসের ছাত্র হয়ে উপরে উল্লিখিত প্রবন্ধ ৩টির কাজ করা আদৌ সম্ভব নয়, শুধু নকল করেই ইহা সম্ভব। অন্য দিকে যে গবেষণার কাজ দিয়ে একজন ব্যক্তি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন সেই গবেষণার হুবহু কাজ দিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে অধ্যাপক পদে আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে পদোন্নতি দেয়া চরম পর্যায়ের একাডেমিক দুর্নীতি। এছাড়া প্রকাশিত বাকি ২টি গবেষণা প্রবন্ধের গবেষণা কাজও অন্য বিষয়ের। বিষয়টি যথাযথ তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

এছাড়া কর্মকর্তাদের আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে পদোন্নতি অথবা সরাসরি নিয়োগের ব্যাপারেও চলছে ব্যাপক অনিয়ম, সীমাহীন দুর্নীতি ও অর্থ বাণিজ্য। সম্প্রতি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের পদে নজরুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নজরুল ইসলাম ছিলেন জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং তার পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। পক্ষান্তরে ডেপুটি কন্ট্রোলার হিসেবে কর্মরত আবদুর রশীদ অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও কন্ট্রোলার পদে নিয়োগ পাননি। অর্থের বিনিময়ে ও উপাচার্যের দলীয় স্বার্থে এ উপাচার্য যোগ্য আবদুর রশীদকে বঞ্চিত করে অযোগ্য নজরুল ইসলামকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান দলীয়করণের বিষয়সহ অন্য বিষয়গুলো অস্বীকার করে 'সংবাদ'কে বলেন, তার দায়িত্ব গ্রহণের পর নিয়োগ-বদলিসহ গৃহীত সব কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা সমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।